কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ :৫৫ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০২১ খ্রি. ❑ ১৬ কার্তিক-১৫ পৌষ ❑ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইলঃ biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে: প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে এক অনন্য গৌরবময় ও আত্মপরিচয় অর্জনের দিন। এ অর্জনের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষক ও কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার টেকসই রূপ দিতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষকপর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় সৌদি আরব, তিউনিশিয়া, মরক্কো, বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিএডিসি'র আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

ভেতরের পাতায়

বিএডিসিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত..... ০৩
সেচ সম্প্রসারণে বিএডিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে: বিএডিসি'র সেমিনারে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী..... ০৪
কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার কাজ করছে: কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব..... ০৫
কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম এর যোগদান..... ০৬
বিএডিসিতে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত..... ০৭
বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পদে জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এর যোগদান..... ০৮
বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যানের বিদায় ও নতুন চেয়ারম্যানের বরণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত..... ০৯
বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) ড. এ কে এম মুনিরুল হক এর অবসরজনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত..... ১০
কৃষির আধুনিকায়নের রূপকার বিএডিসি..... ১২
বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে..... ১৩
আগামী দুই মাসের কৃষি..... ১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন :২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল: prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিএডিসিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ। এ সময় বিএডিসি'র সদস্য পরিচালকবৃন্দ, সংস্থার সচিব, উর্ধ্বতন কর্মকতাবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ বিএডিসি'র বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর বিএডিসি'র কৃষি ভবনে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিএডিসি'র কৃষি ভবন, বীজ ভবন, সেচ ভবন ও মাঠপর্যায়ের অফিসে আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনের সম্মুখে বিভিন্ন রং এর পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় ও কৃষি ভবনের ছাদে বৃহদাকার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিএডিসি পরিবারের শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলকে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণপূর্বক পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

কৃষি ভবনে স্থাপিত মহান মুক্তিযুদ্ধে বিএডিসি'র শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোচনা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে ১৬ ডিসেম্বর বিএডিসি'র আওতাধীন সকল মসজিদে বাদ যোহর স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিশেষ মোনাজাত ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিজয়ের আনন্দে বিএডিসি'র ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের মাঝে খেলনা সরবরাহ করা হয়। শিশুদের হাতে খেলনা তুলে দেন সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান।

'বি-এডিসি'র
বীজ বপন করুন
অধিক ফসল
ঘরে তুলুন'

সেচ সম্প্রসারণে বিএডিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে: বিএডিসি'র সেমিনারে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

গত ২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ঢাকার শেরে বাংলা নগরের মানিক মিয়া এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেচ ভবনস্থ অডিটরিয়ামে 'ওয়েব বেইজড ইরিগেশন ইনফরমেশন সিস্টেম ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র উদ্যোগে আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি।

বিএডিসি'র সেচভবন অডিটোরিয়ামে 'ক্ষুদ্র সেচের টেকসই উন্নয়নে অনলাইনভিত্তিক জরিপ ও পরিবীক্ষণ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মালিক ফিদা আব্দুল্লাহ খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, পানি কৃষি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। কৃষির উন্নয়ন করতে হলে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেচের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বীজ, সার ও সেচ সমন্বয় করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সেচের ইফিসিয়েন্সি লেভেল বাড়াতে হবে। সেচ ব্যবস্থাপনা এমনভাবে বিস্তৃত করতে হবে যাতে কৃষকরা লাভবান হয়। তিনি আরো বলেন, সেচ সম্প্রসারণে বিএডিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিএডিসি'র সেচভবন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপিকে উপহার তুলে দিচ্ছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিয়াউল হক। মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ এর উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত ও ডিএই এর সাবেক মহাপরিচালক ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য কৃষিবিদ ড. মোঃ হামিদুর রহমান।

সেমিনার শেষে কৃষিমন্ত্রী একটি ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যারের উদ্বোধন করেন। এ সফটওয়্যারে জরিপের মাধ্যমে সমগ্র দেশে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা, এর অবস্থান, মালিকানা, সেচ যন্ত্রের ক্ষমতা, সেচ যন্ত্রের জ্বালানির উৎস, বিদ্যুৎচালিত হলে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, সেচের পানির উৎস, সেচনালার প্রকৃত অবস্থা, ফসল ও মৌসুমভিত্তিক সেচকৃত জমির পরিমাণ, ফসল ও মৌসুমভিত্তিক সেচ খরচ, প্রতি সেট যন্ত্রের বিপরীতে উপকারভোগী কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ইত্যাদিসহ ৬২ টি কলামে সংগৃহীত তথ্য সন্নিবেশিত হয়।

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার কাজ করছে: কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেন, আমাদের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কম পানি দিয়ে বেশি ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য উৎপাদনে বিএডিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিএডিসি কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের বীজ, সার ও সেচ সেবা সরবরাহ করে যাচ্ছে। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার কাজ করছে।

বিএডিসি'র সেচ ভবনস্থ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম

গত ০৩ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ বুধবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগর, মানিক মিয়া এভিনিউ এর বিএডিসি'র সেচ ভবনস্থ অডিটরিয়ামে 'হাইড্রো-জিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন অব গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস এসেসমেন্ট ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অব মাইনর ইরিগেশন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) ড. এ কে এম মুনিরুল হক।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু সালেহ খান। মূখ্য আলোচকের বক্তব্য প্রদান করেন বুয়েটের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মাসফিকুস সালেহীন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামানসহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিএডিসি'র সেচভবন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। পানি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধান উৎপাদনের জন্য আমরা সেচের ওপর বেশি নির্ভরশীল। পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি উদ্বৃত্ত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, স্টাডির মাধ্যমে যেখান থেকে পানি তোলা যায় সেখান থেকে পানি তুলে সেচের আওতা বাড়াতে হবে। বিএডিসি, বিএমডিএ ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সেচ নিয়ে কাজ করছে। স্টাডিতে উদ্দেশ্য এবং ফলাফল সুনির্দিষ্ট করে প্রতিবেদনটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে সবাই এর সুফল ভোগ করতে পারে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম এর যোগদান

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম সচিব হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। এ মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে সচিব হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন।

এর পূর্বে তিনি চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তে প্রায় ২ (দুই) বছর কর্মরত এবং অতিরিক্ত সচিব, নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় ও কাউন্সিলার (লেবার), বাংলাদেশ হাই কমিশন, মালয়েশিয়াতে প্রায় ৫ বছর কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি উপসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। সিভিল সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ এ সকল পদে কাজ করে তিনি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করেন।

মাঠপর্যায়ে টাঙ্গাইল জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাঘা, রাজশাহীতে কর্মরত এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের একান্ত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ সময় তিনি জনপ্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন প্রশাসনে কাজ করার বাস্তব দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলায় নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (NDC) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম ১০ম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৯১ সালে সহকারী কমিশনার হিসেবে কুমিল্লা কালেক্টরেটে যোগদান করেন।

চাকুরিতে থাকাকালে তিনি বিভিন্ন দেশে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাছাড়া চাকুরি জীবনে তিনি থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ইটালি, জাপান, ফিলিপাইন সৌদি আরব, চীন, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, তুরস্ক, সুইজারল্যান্ড, এস্তোনিয়া, মালয়েশিয়া, আজারবাইজান ও আফ্রিকা ভ্রমণ করেন। জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার বেলঘরিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম সফি উদ্দিন মৃধা একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক এবং মাতা মরহুমা রহিমা খাতুন একজন গৃহিণী ছিলেন। তিনি এসএসসি ও এইচএসসি তে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে কৃষি বিভাগ হতে বিএসসি (সম্মান) ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণসহ ২০০৭ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে Public Administration Policy তে Distinction সহ Masters' ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি একজন ক্রীড়াবিদ, আবৃত্তিকার ও সংগীত শিল্পী। তিনি অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও এক কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী জনাব সাবিহা পারভীন বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব এবং বর্তমানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আছেন।

সেচের পানি সরবরাহ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন (সিসিবিডিআইএডি) প্রকল্পের উদ্যোগে কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩ দিনব্যাপী ই-জিপি, ই-ফাইলিং, জিআইএস, অটোক্যাড ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৫ নভেম্বর থেকে বিএডিসি কুমিল্লা সেচ কমপ্লেক্সের সেমিনার হলে এই কর্মশালা শুরু হয়।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিএডিসি স্থাপিত সেচযন্ত্রসমূহের অবস্থান, প্রকৃত সংখ্যা ও কমান্ড এরিয়া, সেচ ও নিষ্কাসনযোগ্য খাল, নালা পুনঃখননের প্রকৃত তথ্য ম্যাপের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। এতে সেচের পানি সরবরাহ ও জলাবদ্ধতা নিষ্কাসনে করণীয় বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে। এছাড়া ই-নথি সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম বেগবান করা সম্ভব হবে এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিয়াউল হক।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ কামরুল হাসান। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএসের সহযোগিতায় উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কুমিল্লা ক্ষুদ্রসেচ সার্কেলের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বিএডিসিতে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কৃষি ভবনের সেমিনার কক্ষে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনাসভায় আলোচক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রধান আলোচক ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মর্যাদার বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পৃথিবীতে কেউ কেউ লেখক হওয়ার জন্য জন্ম নেন না, লিখিত হওয়ার জন্য জন্ম নেন। বঙ্গবন্ধু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ জাতির মুক্তির জন্য ৫৫ বছরের জাগতিক আয়ুর প্রায় ১৪ বছর তিনি জেল খেটেছেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন ভিশনারি। তিনি বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র করেছেন সেই ৫০ বছর আগে। যমুনা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদিসহ যা যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করছেন তা ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডল, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারি লীগ বি-১৯০৩ সিবিএ এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনাসভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

শোকবার্তা

* গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বিএডিসি'র রংপুর রিজিয়নের নির্মাণ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে কর্মরত জনাব মোঃ নূর আলম মিয়া হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, পুলহাট, দিনাজপুর অঞ্চলের আওতাধীন বীরগঞ্জ সার গুদামে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ হেলাল গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পদে জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এর যোগদান

জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ (৫৭৮৫) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান পদে ৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে যোগদান করেন। বিএডিসি'তে যোগদানের পূর্বে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব পদে নিয়োজিত ছিলেন। এর আগে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ও উপসচিব, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পদে কর্মরত ছিলেন।

জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ১১ ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য হিসেবে ১৯৯৩ সালে যোগদান করেন। পেশাগত জীবনে তিনি সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাঠ পর্যায়ে তিনি কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জের তাড়াইল ও শেরপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মধুপুর উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং শেরপুর ও টাঙ্গাইল জেলা ম্যাজিস্ট্রেসিতে ৩য়, ২য় ও ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে-ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলার কাকনী ইউনিয়নের অন্তর্গত বাগুন্দা গ্রামে মরহুম এ কে এম ইমামুদ্দিন ও ফিরোজা বেগম দম্পতির পঞ্চম পুত্র।
জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ ১৯৭৯ সালে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাশ করেন। তিনি কৃষি বিজ্ঞান বিভাগে ঢাকা বোর্ডের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৮১ সালে তিনি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে ২০০৫-২০০৬ সালে তিনি ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত গুরু গোবিন্দ সিং ইন্দ্রপ্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন' এর ওপর এম.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ২০১৩-২০১৪ তে বাংলাদেশের নর্দান ইউনিভার্সিটি থেকে 'পাবলিক পলিসি এন্ড ম্যানেজমেন্ট' এর ওপর তৃতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ।

জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বাল্যকাল থেকে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর বাণী সংকলন করেছেন 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বাণীসমুচ্চয়' নামে। তিনি বঙ্গবন্ধু ও নজরুলের লড়াই-সংগ্রামের সাদৃশ্য নিয়ে রচনা করেন 'চেতনাগত ঐক্য: বঙ্গবন্ধু ও নজরুল' শীর্ষক গ্রন্থটি। তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ময়ূখ'। 'সময়ের কাননে অসময়ের কুসুম', 'ঝরতি ফুলের মধু', 'জীর্ণ তরুর শীর্ণ পল্লব', 'ছায়া ছায়া আলোর মায়া' তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি Women and Gender শীর্ষক পাঠ্য পুস্তকটি সম্পাদনা করেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ওপর তাঁর অধ্যয়ন, গবেষণা ও রচনা বিশেষ ব্যতিক্রমী। তাঁর রচিত 'অন্য রকম নজরুল', 'আমার নজরুল: প্রজন্মে প্রজন্মে', 'বাঙালির নজরুল', 'অনাবিষ্কৃত নজরুল', 'নজরুল সিন্ধুর কয়েক বিন্দু', 'শিশুবান্ধব নজরুল' শীর্ষক নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। তিনি বিশ্বখ্যাত নজরুল গবেষক উইনস্টন ই ল্যাংলি রচিত নজরুল বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তাড়াইল উপজেলা প্রফাইল', 'শেরপুর জেলা পরিচিতি', 'শেরপুর উপজেলা প্রোফাইল' এবং 'মাওলানা ইমামুদ্দিন স্মারকগ্রন্থ' সুধীজন কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের পিতা।

কৃষির আধুনিকায়নের রূপকার বিএডিসি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিএডিসির চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বলেন, দেশের আধুনিক কৃষির গোড়াপত্তনকারীর ভূমিকা নিয়েছে বিএডিসি। গবেষণা ও উদ্ভাবন, নতুন নতুন প্রযুক্তি, জাত ও পদ্ধতি কৃষকের কাছে ছড়িয়ে দিতে শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটিকে নানা কুসংস্কার, প্রতিবন্ধকতা ও সামাজিক বাঁধার মোকাবেলা করতে হয়েছে। এসব বাঁধাকে জয় করেই প্রতিষ্ঠানটি দেশের আধুনিক কৃষির রূপকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেরেছে। সামনের দিনে এ সফলতা ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্যোগ যুক্ত হবে। সেজন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। আমাদের মূল লক্ষ্যই হলো আধুনিক ও লাগসই কৃষিকে এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়ায় কৃষকের অবিচল আস্থাটি ধরে রাখা।

সংকলিত: দৈনিক বণিক বার্তা
১৪ নভেম্বর, ২০২১

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যানের বিদায় ও নতুন চেয়ারম্যানের বরণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সাবেক চেয়ারম্যান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও ভূমি আপীল বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকারের বিদায় এবং বিএডিসি'র নতুন চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এর বরণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যানের বিদায় ও নতুন চেয়ারম্যানের বরণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

রাজধানীর দিলকুশার কৃষি ভবনে অবস্থিত সদর দপ্তরস্থ সেমিনার কক্ষে বিদায় ও বরণ সংবর্ধনা আয়োজন করা হয়। বিএডিসির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, সচিব, সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি, সিবিএসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সাবেক চেয়ারম্যানকে বিদায় ও নতুন চেয়ারম্যানকে বরণ করে নেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও নতুন চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে বরণ করেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) ড. এ কে এম মুনিরুল হক। বিদায়ি চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকারকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র সদ্য যোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ড. অমিতাভ সরকার অত্যন্ত দক্ষ ও চৌকস কর্মকর্তা। তিনি নিজের যোগ্যতার সম্মান হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। আমরা তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

নবযোগদানকৃত চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশে কৃষির অগ্রযাত্রার সূচনা হয়েছে বিএডিসি'র মাধ্যমে। এ সংস্থায় এসে আমার ভালো লাগছে। কথা ও কাজে মিল রেখে আমরা বিএডিসি তথা বাংলাদেশের সাফল্যের জন্য কাজ করবো। আমি সকলের সহযোগিতায় এ সংস্থার মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবা করতে চাই।

বিএডিসি'র বিদায়ি চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার বলেন, বিএডিসিতে আমি আমার কর্মজীবন শুরু করেছিলাম এবং সৌভাগ্যক্রমে আমি বিএডিসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমি আশা করবো নতুন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বিএডিসি নিজের কর্মযজ্ঞ দেশব্যাপী প্রচারের উদ্যোগ বিএডিসি'র জন্য আমার মনের দুয়ার সর্বদা খোলা থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডল, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ আব্দুল করিম, সাবেক মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব তপন কুমার আইচ, মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) জনাব মেরিনা সারমীন, সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহেল প্রমুখ।

বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) ড. এ কে এম মুনিরুল হক এর অবসরজনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) ড. এ কে এম মুনিরুল হকের অবসরজনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামানসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বলেন, ড. এ কে এম মুনিরুল হক একজন প্রকৃত মানবতাবাদী মানুষ। তিনি একজন দক্ষ ও চৌকস কর্মকর্তা। চাকরি জীবনের শেষ সময়টি তিনি চাইলেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে শেষ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আদর্শ কর্মকর্তা হওয়ায় নিজের কর্মস্থল বিএডিসি থেকেই অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁকে সম্মান জানাতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান। তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য আমাদের নিরন্তর শুভকামনা থাকবে।

বিদায়ি অতিথির বক্তব্যে ড. এ কে এম মুনিরুল হক বলেন, আমি বিএডিসি থেকে কর্মজীবন শেষ করেছি এ জন্য মহান আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া। আমি সারাজীবন চেয়েছি কৃষক শ্রমিকের উপকার করতে। বিএডিসি'র মাধ্যমে আমি কৃষকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। এর জন্য বিএডিসি'র সকল সহকর্মীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিএডিসিতে আমার সময় আনন্দে কেটেছে। সহকর্মীদের থেকে আমি অনেক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছি। বিএডিসি'র স্লোগান 'যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য' আমার হৃদয়কে আলোড়িত করতো। আমি সৌভাগ্যবান যে কৃষির সঙ্গে যুক্ত থেকে অবসর গ্রহণ করতে পেরেছি।

সাবেক সদস্য পরিচালক (অর্থ) ড. এ কে এম মুনিরুল হককে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনায় আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব রিপন কুমার মণ্ডল, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, সাবেক মহাব্যস্থাপক (বীজ) তপন কুমার আইচ, মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) জনাব মেরিনা সারমীন, হিসাব নিয়ন্ত্রক জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন ও বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পদোন্নতি

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) এর দপ্তর, বিএডিসি, জয়পুরহাটে কর্মরত জনাব মোঃ সোহাগ আলীকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) এর দপ্তর, বিএডিসি, লালমনিরহাটে কর্মরত জনাব মোসলেমা খাতুনকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (বীবি) এর দপ্তর বিএডিসি, দিনাজপুরে কর্মরত জনাব মোঃ মাহবুবার রহমানকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (ক.গ্রো:) দপ্তর, বিএডিসি, টেবুনিয়া, পাবনা কর্মরত জনাব মোঃ আসরাফুল আলমকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ক্যাশিয়ার, উপপরিচালক (ক. গ্রো.) দপ্তর, বিএডিসি, মেহেরপুরে কর্মরত জনাব আনোয়ারুল ইসলামকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(চলবে)

বিএডিসি'র আইসিটি ল্যাব উদ্বোধন করলেন সংস্থার চেয়ারম্যান

গত ২৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর আইসিটি ল্যাব শুভ উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান, মনিটরিং বিভাগের প্রধান জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজীসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকতা ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ।

বিএডিসি'র এ নতুন আইসিটি ল্যাবে ত্রিশটি কম্পিউটার রয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষটিতে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের যে ভিশন-২০২১ দিয়েছিলেন তাতে আইসিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ছিল। বিএডিসি'র আইসিটি ল্যাব দক্ষ কর্মী তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। আজকে যারা এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন তারা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বিএডিসি ও দেশের সেবায় কাজে লাগাবেন।

বিএডিসি'র আইসিটি ল্যাব উদ্বোধন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে রাজধানীর দিলকুশায় অবস্থিত কৃষি ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ আব্দুল করিম ও মনিটরিং বিভাগের প্রধান জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী।

বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন তালুকদার এর অবসরোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ১ নভেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ক্ষুদ্র সেচ উইংয়ের সংরক্ষণ ও কারখানা বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন তালুকদার এর অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (প্রতিকল্প) ড. এ কে এম মুনিরুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান বলেন, বিএডিসি'র দুঃসময়েও তিনি এ সংস্থায় কাজ করে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ৯০'র এ দশক থেকে এ সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত। আমরা তাঁর জীবনের কল্যাণ কামনা করি।

অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন তালুকদারকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (প্রতিকল্প) ড. এ কে এম মুনিরুল হক

বিদায়ি অতিথি প্রকৌশলী মোঃ শাহাব উদ্দিন তালুকদার বলেন, আমি সুস্থ থেকে কর্মজীবন সমাপ্ত করে অবসর গ্রহণ করতে পেরেছি এ জন্য আল্লাহর নিকট শুকরিয়া করি। আমি প্রায় ৩০ বছর কৃষি ও কৃষকের জন্য কাজ করেছি। সকলেই আমার জন্য দোয়া করবেন।

অবসরজনিত সংবর্ধনায় আরো বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ আব্দুল করিম, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, সাবেক মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব তপন কুমার আইচ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্বাঞ্চল) জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলামসহ সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহেল প্রমুখ।

কৃষির আধুনিকায়নের রূপকার বিএডিসি

সার বিতরণ ব্যবস্থা ছিল বিশৃঙ্খল। সেচ ব্যবস্থা পুরোপুরি সনাতন পদ্ধতিনির্ভর বীজের নতুন জাত সম্প্রসারণের মতো কার্যকর কোনো প্রতিষ্ঠানও ছিল না। এমন এক পরিস্থিতিতে গত শতকের ষাটের দশকের শুরুর দিকে স্থাপন করা হয় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। স্বাধীনতার পর গতি পায় সংস্থাটির কার্যক্রম। এরপর গত পাঁচ দশকে কৃষকের কাছে সার, বীজ ও সেচের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন এনেছে বিএডিসি। হয়ে উঠেছে দেশের কৃষির আধুনিকায়নের রূপকার। বিশেষ করে কৃষি উপকরণ সরবরাহের দিক থেকে এখন কৃষকের আস্থার শীর্ষে অবস্থান করছে বিএডিসি।

বিএডিসি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে। কৃষকের মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ জোগান ও ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে তোলা হয় প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে পাঁচটি উইংয়ের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম সমন্বয় করছে সংস্থাটি। এগুলো হলো বীজ ও উদ্যান, ক্ষুদ্র সেচ, সার ব্যবস্থাপনা, অর্থ ও প্রশাসন। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উচ্চফলনশীল (উফশী) বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা, সেচ প্রযুক্তি উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে সেচের আওতাভুক্ত এলাকা বাড়ানো, কৃষকের সেচদক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের মানসম্পন্ন সার সরবরাহ করা। এছাড়া সারা দেশে কৃষি উপকরণ উৎপাদন, সংগ্রহ (ক্রয়), পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা টেকসইকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার মতো কাজগুলোও করে প্রতিষ্ঠানটি।

এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে গত ছয় দশকের ব্যবধানে কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে বিএডিসি। ১৯৬১ সালে সংস্থাটির কাজ শুরু হয়েছিল মাত্র ১৩ দশমিক ৮ টন বীজ সরবরাহের মধ্য দিয়ে। সর্বশেষ অর্থবছরে প্রায় দেড় লাখ টন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করেছে সংস্থাটি। বর্তমানে দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিতরণকৃত বীজের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই সরবরাহ করছে বিএডিসি।

কৃষকের কাছে বীজ সরবরাহের জন্য বারি, ব্রি ও বিনা থেকে ভিত্তিবীজ বা ব্রিডার সিড সংগ্রহ করা হয়। বিএডিসির ফার্মগুলোয় এসব ব্রিডার সিড থেকে তৈরি করা হচ্ছে ফাউন্ডেশন সিড বা ভিত্তিবীজ। ফার্মগুলোর মধ্যে রয়েছে দত্তনগর ফার্ম, মধুপুর ফার্ম, ঠাকুরগাঁও ফার্ম, নসিপুর ফার্ম ও দশমিনা ফার্ম। এসব ফার্মে উৎপাদিত ভিত্তিবীজ সরবরাহ করা হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারীদের কাছে। তাদের উৎপাদিত বীজ ডিলারদের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে সারা দেশে কৃষকদের কাছে।

সংস্থাটির সার সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬২-৬৩ সালে। ওই অর্থবছরে মাত্র ৫০ হাজার টন সার সংগ্রহ ও বিতরণ করেছিল সংস্থাটি। গত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির সংগৃহীত ও বিতরণকৃত সারের পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ টনেরও বেশি। সারের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে পণ্যটির আমদানি বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিলার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের ধারণক্ষমতাও বাড়িয়ে চলেছে বিএডিসি। সংস্থাটির অধীন বেশকিছু গুদাম সরকারি অন্যান্য সংস্থা ব্যবহার করছিল। সেগুলোও আবার বিএডিসির অধীনে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ২০০৮-০৯ সালেও যেখানে বিএডিসির মোট ধারণক্ষমতা ছিল মাত্র ৯৮ হাজার টন, বর্তমানে দেশের ৮৫টি স্থানে অবস্থিত বিএডিসির ১১৩টি গুদামের মোট ধারণক্ষমতা বেড়ে ১ লাখ ৫৪ হাজার টন ছাড়িয়েছে।

শুরু থেকে দেশের সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে সংস্থাটি। বিএডিসির কল্যাণে এরই মধ্যে দেশের আবাদি জমির প্রায় ৭৫ শতাংশকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। শুরুতে সংস্থাটির সেচ কার্যক্রম ছিল দেশের হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল, নদ-নদীর ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর। শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার করে এ পানি সেচকাজে ব্যবহার করা হতো। সংস্থাটি ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে গভীর নলকূপ ও ১৯৭২-৭৩ সালে অগভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচ সুবিধা দিয়ে আসছে। সেচে নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় আশির দশকে। ওই সময় থেকে কৃষকদের পানি ব্যবহার এবং সেচযন্ত্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে বিএডিসি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কৃষির গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় বীজ, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এর মধ্যে সেচ ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং পানির দক্ষ্য ব্যবহার বাড়ানো। পানির স্তর নেমে যাওয়ার কারণে কৃষকের উৎপাদন খরচ যেমন বাড়ছে, তেমনি পরিবেশেও দেখা যাচ্ছে ভারসাম্যহীনতা। এ অবস্থায় ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে বিএডিসি।

এরই অংশ হিসেবে দেশে প্রথমবারের মতো সর্বাধুনিক রাবার ড্যামের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে সেচে সরবরাহ নিশ্চিতে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলায় একটি করে মোট দুটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার পাহাড়ি এলাকায় ২৫টি ঝিরিবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে এখনো প্রাতিষ্ঠানিক বীজ সরবরাহে বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। দেশে প্রতি বছর সাড়ে ১২ লাখ টন বীজের চাহিদা রয়েছে। তবে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে চাহিদার মাত্র ৪৫ শতাংশ। বাকি ৫৫ শতাংশ হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে। আমন ও আউশে হাইব্রিডসহ ভালো মানের জাত সম্প্রসারণে বিএডিসি ভূমিকা নিতে পারে। সার বিতরণ ব্যবস্থাপনা এখন একটি কাঠামোর মধ্যে এসেছে। তবে এখানেও প্রতিষ্ঠানটিকে নীতিগত কিছু বিষয়ে আরো শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে বিএডিসির বিদ্যমান সার মজুদ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

(বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায়)

বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে

মোঃ আব্দুল্লাহ আল রশিদ, প্রকল্প পরিচালক (কেজেএমআইডিপি) বিএডিসি

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ক্রমাগত কৃষি পণ্যের ওপর চাপ বাড়ছে। অন্যদিকে, সড়ক, আবাসিক ঘরবাড়ি, শিল্প কলকারখানা এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজের কারণে চাষযোগ্য জমি কমে যাচ্ছে। তাই সেচ পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি সমন্বিত সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি।

সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য অনেক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। 'বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন' প্রকল্পটি বৃহত্তর যশোর ও খুলনা জেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর ১৪,২৩৪ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ৫৬,৯৩৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্রকল্প এলাকায় ৩,৭২,৭১৮ হেক্টর চাষযোগ্য জমি রয়েছে যা সেচ সুবিধা বহির্ভূত। এই সেচ বহির্ভূত এলাকায় সেচ প্রদান করে আরো বেশি খাদ্য উৎপাদনের একটি বিশাল সুযোগ রয়েছে। প্রকল্প এলাকার কিছু জেলায় এবং উপজেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা রয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এই প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলাধীন ঝাপা ইউনিয়নের অন্তর্গত ঝাপা সেচ স্কীম

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলাধীন বিলকচুয়ার খাল

ঝিনাইদহ জেলার খন্দকবাড়ীয়া খালের উপর ক্রসড্যাম (সাবমার্জওয়্যার) নির্মাণ

প্রকল্প এলাকা: প্রকল্পটি খুলনা বিভাগের যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, খুলনা বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার ৪৬টি উপজেলা নিয়ে গঠিত।

মেয়াদকাল: অক্টোবর-২০১৭ হতে জুন-২০২২ পর্যন্ত।

প্রকল্পের ব্যয়: প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৪৫২৮.৩৯ লক্ষ টাকা। যা সম্পূর্ণ জিওবি তহবিল হতে ব্যয় করা হচ্ছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি: জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি ৮৫% এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৮৪%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১) আধুনিক ও স্থানীয় প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাতে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

২) খাদ্যশস্য উৎপাদনে টেকসই পরিবেশ রক্ষা করে প্রকল্প এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩) ৩০০ কিলোমিটার খাল/নালা পুনঃখনন, ২২০টি বিভিন্ন ক্যাপাসিটির লো লিফট পাম্প স্থাপন, ১০টি সোলার পাম্প স্থাপন, ৪০০ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (ইউপিভিসি পাইপ) এবং ২৮৩টি বিভিন্ন সাইজের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১৪,২৩৪ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৫৬,৯৩৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

৪) যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

লক্ষ্যমাত্রা		কার্যক্রমের উদ্দেশ্য	অগ্রগতি
কার্যক্রম	পরিমাণ		
১-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার পাম্প স্থাপন, কমিশনিং	১০ সেট	দুর্গম স্থানে যেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই সেই সকল স্থানে সেচযন্ত্র চালু রাখা ও কৃষকের সেচ সুবিধা প্রদান এবং সেচ খরচ কমানো	৫ সেট
অফিস ভবন নির্মাণ	৪টি	অফিসের স্বাভাবিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ও আধুনিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা।	৩টি
খাল পুনঃখনন (লেভেলিং ড্রেসিংসহ)	৩০০ কি:মি:	পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ত্বরান্বিত করা ও ভূ-উপরিস্থ পানির মজুদ বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষি কাজে ব্যবহার।	২৯২ কি:মি:
২-কিউসেক এলএলপি পাম্প স্থাপন	১০০টি	ভূ-উপরিস্থ পানির কৃষি কাজে সহজলভ্যতা সৃষ্টি করা ও কৃষকের সেচ খরচ কমানো।	১০০টি
১-কিউসেক এলএলপি পাম্প স্থাপন	১২০টি	ভূ-উপরিস্থ পানির কৃষি কাজে সহজলভ্যতা সৃষ্টি করা ও কৃষকের সেচ খরচ কমানো।	১০০টি
২-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	১৪০টি (১৬৮ কি:মি:)	ভূ-উপরিস্থ পানির কৃষি কাজে সহজলভ্যতা সৃষ্টি করা ও কৃষকের সেচ খরচ কমানো।	১৩২টি (১৫৮.৪ কি:মি:)
১-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	১২০টি (১২০ কি:মি:)	ভূ-উপরিস্থ পানির কৃষি কাজে সহজলভ্যতা সৃষ্টি করা ও কৃষকের সেচ খরচ কমানো।	১০০টি (১০০ কি:মি:)
ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ	১৭০টি (১০২ কি:মি:)	সেচ এলাকা বৃদ্ধিকরণ ও সেচ খরচ কমানো	৪০টি (২৪কি:মি:)
বড় আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ফুট ব্রিজ সাবমার্জড ওয়ার, ক্রসড্যাম, রেগুলেটর ইত্যাদি)	২৫টি	পানির মজুদ বাড়ানো, লবণ পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও কৃষি পণ্য পরিবহনে সহায়তা করা।	২২টি
মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (বক্স কালভার্ট, ফুট ব্রিজ ইত্যাদি)	৫৪টি	পানির অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করা এবং কৃষি পণ্য পরিবহনে সহায়তা করা।	৫২টি
ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (পাইপ কালভার্ট, ফুট ব্রিজ, ইউ-কালভার্ট ইত্যাদি)	২০০টি	পানির অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করা এবং কৃষি পণ্য পরিবহনে সহায়তা করা।	১৮৪টি
২-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ)	১১০টি	সেচযন্ত্রে বৈদ্যুতিক সুবিধা নিশ্চিত করা এবং কৃষকের সেচ খরচ কমানো।	১০০টি
১-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ)	১২০টি	সেচযন্ত্রে বৈদ্যুতিক সুবিধা নিশ্চিত করা এবং কৃষকের সেচ খরচ কমানো।	১০০টি

পদোন্নতি

সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

* টেলিফোন অপারেটর, সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব রিমা আক্তারকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী কোষাধ্যক্ষ, সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ) জোন, বিএডিসি কুমিল্লায় কর্মরত জনাব মোহাঃ নবী হোসেনকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের বিপরীতে আরবান সেল সেন্টার গ্রিন রোড, ঢাকায় কর্মরত জনাব আমিরুল ইসলামকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, আলু বীজ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ অহিদুর রহমানকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, নির্মাণ বিভাগের বিপরীতে ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পে সংযুক্ত, সেচ ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব সাবিনা সুলতানাকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (কঃগ্রো) দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামানকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মহিদুর আলী হোসেন সহিদীকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেনকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব কাজী মোঃ হানিফকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, সংস্থাপন বিভাগ এর বিপরীতে পরিকল্পনা কমিশনে সংযুক্ত, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকায় কর্মরত জনাব মাজেদা খাতুনকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ডাল ও তৈলবীজ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকয়া কর্মরত জনাব মোঃ নজরুল ইসলামকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, বীপ্রস বিভাগ এর বিপরীতে বীআমক দপ্তরে সংযুক্ত, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ রেজাউল করিমকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ক্রয় বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নওশের আলীকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (টিসি) দপ্তর, বিএডিসি, হিমাগার, কুষ্টিয়ায় কর্মরত জনাব মোঃ সোহেল রানাকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ জামাল হোসেনকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, খাগড়াছড়ি (ক্ষুদ্রসেচ) জোন দপ্তর, বিএডিসি, খাগড়াছড়িতে কর্মরত জনাব মোঃ ইব্রাহীম খলিলকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, যুগ্মপরিচালক (সার) দপ্তর, বিএডিসি, যশোরে কর্মরত জনাব শেখ হাফিজুর রহমানকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের বিপরীতে যুগ্মপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), বিএডিসি, ঢাকা দপ্তরে সংযুক্ত কর্মরত জনাব মোঃ আবুল মনসুরকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ) দপ্তর, বিএডিসি, রংপুরে কর্মরত জনাব মোঃ নূর আলম মিয়াকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) দপ্তর, বিএডিসি, মানিকগঞ্জ জোনে কর্মরত জনাব মোঃ ছায়েদুর রহমানকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (বীবি) দপ্তর, বিএডিসি, পাবনায় কর্মরত জনাব আব্দুল মালেককে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, সংস্থাপন বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব স্বপন আলী শেখকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, যুগ্মপরিচালক (সার) দপ্তর, বিএডিসি, নোয়াখালীতে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানকে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি

সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

* টেলিফোন অপারেটর, সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের বিপরীতে আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, ময়মনসিংহ দপ্তরে সংযুক্ত কর্মরত জনাব জুলেখা খাতুনকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক এর দপ্তর, বিএডিসি, রংপুরে কর্মরত জনাব আক্তার হোসেনকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ সরকারকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর দপ্তর, বিএডিসি গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জে কর্মরত জনাব মোঃ হায়দার আলীকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, আরবান সেলস সেন্টার, বিএডিসি, গ্রিন রোড, ঢাকা দপ্তরে কর্মরত জনাব শাহাদাত হাওলাদারকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) এর দপ্তর, বিএডিসি, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, জনসংযোগ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আজিজুর রহমানকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, বীপ্রস বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মাসুদ আলমকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ সুজন মিয়াকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর উপপরিচালক (বীপ্রকে) দপ্তর, বিএডিসি, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকায় কর্মরত জনাব তাপস তরফদারকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ময়মনসিংহ (ক্ষুদ্রসেচ) রিজিয়ন, বিএডিসি, ময়মনসিংহে কর্মরত জনাব মোঃ মাসুদুজ্জামানকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (বীবি) এর দপ্তর, বিএডিসি, রাজশাহীতে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুল হাইকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) এর দপ্তর, বিএডিসি, বগুড়ায় কর্মরত জনাব মোঃ সাহার আলীকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) দপ্তর, বিএডিসি, সিলেটে কর্মরত জনাব স্মৃতি রানীকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ এর বিপরীতে উপপরিচালক (টিসি), বিএডিসি, হিমাগার, নশিপুর, দিনাজপুর দপ্তরে সংযুক্ত কর্মরত জনাব মোঃ দুলাল হোসেনকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (বীবি) এর দপ্তর, বিএডিসি, ফরিদপুরে কর্মরত জনাব মুহাঃ জাহিদুল ইসলাম মোল্লাকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (আলু বীজ হিমাগার) দপ্তর, বারাদি, বিএডিসি, মেহেরপুরে কর্মরত জনাব মোঃ আশরাফুল আলমকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (টিসি) এর দপ্তর, বিএডিসি, কিশোরগঞ্জে কর্মরত জনাব মহিউদ্দিনকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (বীবি) এর দপ্তর, বিএডিসি, বগুড়ায় কর্মরত জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হাবিবকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (খামার), দপ্তর, বিএডিসি, বলাশপুর, কাশিমপুর বিপরীতে উপপরিচালক (বীউ), ময়মনসিংহ দপ্তরে সংযুক্ত কর্মরত জনাব মোঃ ইশ্রাফিল মিয়াকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপপরিচালক (কঃগ্রোঃ), বি-বাড়ীয়া দপ্তরের বিপরীতে কুমিল্লা (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলে সংযুক্ত কর্মরত জনাব মোঃ রেজাউল করিমকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়)

আগামী দুই মাসের কৃষি

চৈত্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: সময়মত যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপন করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষমাত্রা উপরি প্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনো আউশ বা বোনো আমন বীজ এখনই বপন করতে হবে।

গম: পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন।

ভুট্টা: পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভুট্টা গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভুট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট: যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনও প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন। জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা সারের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে। বীজ বপণ করার আগে বীজ শোধন করা জরুরি। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাকনাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষি ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপন করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি: এখনই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির বীজ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরিসহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির আগাম নাবি জাত আছে। সুতরাং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয় : মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুন বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী ঘাস ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাইদমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচর্যা, আন্তঃফসল চাষ, মিশ্র চাষ, আলোর ফাঁদ, জৈবদমনসহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসল রক্ষা করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমণের তীব্রতা থেকে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনো আউশ এবং বোনো আমনের জমিতে আগাছা পরিস্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট: বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনি তোষা ভালোজাত। দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটে জমিতে আগাছা পরিস্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রমও যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকার আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে নিতে হবে এবং জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কাণ্ড পঁচা, শিকর গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী আক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিস্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল: এ সময় খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিনও ফেলন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগ্রতীত ফসল জাঁপ দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুণ।

গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি: এখন থেকেই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ শুরু করতে পারেন। শাক জাতীয় ফসল বুদ্ধি খাটিয়ে আবাদ করলে এক মৌসুমে একাধিকবার করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, শসা, করল্লাসহ অন্যান্য সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হবে। ১ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণমত জৈব সার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি, ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘণ্টা ভেজানো মানসম্মত সবজি বীজ মাদা প্রতি ৩/৫ টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন।

গত ২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ বিএডিসি'র সেচ ভবনস্থ অডিটরিয়ামে 'ওয়েব বেইজড ইরিগেশন ইনফরমেশন সিস্টেম ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন' শীর্ষক সেমিনারে 'প্রেক্ষিত: সেচ প্রযুক্তি' নামের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের তৃতীয় তলায় আইসিটি ল্যাব উদ্বোধনী সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

ই-জিপি, ই-ফাইলিং, জিআইএস অ্যাপ্লিকেশন ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অটোক্যাড বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর বিএডিসি'র কৃষি ভবনের ছাদে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ফটোসেশনে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব এএফএম হায়াতুল্লাহসহ সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ

বিএডিসি'র ডে-কেয়ার সেন্টারে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিশুদের মাঝে খেলনা বিতরণ করছেন বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান

গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ চাষির মাধ্যমে আলুবীজ উৎপাদন কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।